যুব

ধর্মশাস্ত্র :

"হে যুবক, তুমি তোমার তরুণ বয়সে আনন্দ কর, যৌবনকালে তোমার হৃদয় তোমাকে আহ্লাদিত করুক, তুমি তোমার মনোগত পথসমূহে ও তোমার চক্ষুদৃষ্টিতে চল; কিন্তু জেনো, ঈশ্বর এই সকল ধরেই তোমাকে বিচারে আনবেন । [উপদেশক ১১:৯]

[দ্র: উপদেশক ১২:১; ১ তীমথিয় ৪:১২; মথি ১৯:১৬-২২]

প্রারম্ভিক প্রার্থণা

হে স্বর্গীয় পিতা, আমরা তোমাকে ধন্যবাদ জানাই কারণ তুমি আমাদের দান করেছো আমাদের যুব সমাজকে। তুমি তাদেরকে স্বর্গরাজ্যের পথ দেখাও। আশীর্বাদ করো তাদের, যেন যীশু খ্রীষ্ট ও তাঁর মূল্যবোধের প্রতি তারা নিজেদের নিবেদিত করতে পারে। তোমার ভালোবাসার ও সেবার আহবানে তারা যেন স্বতঃস্ফুর্তভাবে সাড়া দেয় এবং তোমার শান্তির দান সাগ্রহে গ্রহণ করতে পারে। তুমি তাদের করে তোলো সুসমাচারের বার্তাবাহক হিসেবে যেন অন্য সকল যুবক-যুবতীদের কাছে তারা তোম্মার বাণী পৌছাতে পারে।

তাদের হৃদয়ে প্রজ্বোলিত করো তোমার প্রেমের আগূন যেন তারা হয়ে উঠতে পারে এই পৃথিবীর নুন ও জগতের আলো। [মথি ৫:১৩-১৪] পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ-দানে পরিপূর্ণ হয়ে তারা যেন সমাজের অন্ধকার দূরীভূত করতে ব্রতী হয়।

যুব সম্প্রদায়ের জন্য আমাদের সকল পালকীয় পরিকল্পনা যেন তোমার মহান ইচ্ছা অনুসারেই রচিত হয় এবং তা যেন প্রয়োজন অনুযায়ী-ই পরিকল্পিত হয়।

আমরা এই প্রার্থণা করি তোমার পুত্র, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে। আমেন ॥

ভূমিকা

সারা বিশ্বের যুবক-যুবতীরা আজ এক কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে । পরিবারে ভাঙ্গন, মূল্যবোধের অবক্ষয়, অর্থ, ক্ষমতা ও ভোগ্-বিলাসের অপরিসীম আকাঙ্খা, বহু যুবক-যুবতীর জীবন নষ্ট করে দিয়েছে । মদ, মাদক-এর আসক্তি, অসংযম যৌন–জীবন ও অন্যান্য অসামাজিক কাজকর্মে লিপ্ত হয়ে তারা তাদের জীবনকে ধ্বংসের পথে নিয়ে গেছে ।

আজকের যুগের পারস্পরিক রেষারেষীর মানসিকতা অনেক তরুণদের ভারী মাশুল দিতে হয় কারণে। এমন কি, তাদের অনেককে আত্ম-হননের পথেও নিয়ে যায় । ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এক গভীর অনিশ্চয়তা তাদেরকে সারাক্ষণ আশঙ্কিত করে রাখে ।

জীবনের অর্থহীনতা, আধ্যাত্মিক বিষয়ে অনীহা এবং পরাজয় ও ব্যর্থতা মেনে নেওয়ার অক্ষমতা তাদের শিকড়-হীন অস্তিত্বের প্রকোপকে আরো কয়েকগুন বাড়িয়ে তুলেছে ।

এই বিপদজনক পরিস্থিতির মোকাবিলায় জননীরূপী মন্ডলী-কে তাই সহানুভূতিশীল ভালবাসা নিয়ে, মন্ডলীর মধ্যে ও বাইরের জগতের, আমাদের প্রজন্মের সকল যুবক-যুবতীদের প্রতি হাত বাড়িয়ে দিতে আহবান করা হয়েছে ।

১৯৯৯ সালে-র ১৪ই সেপ্টেম্বর-এ CBCI–এর Standing Committee দ্বারা অনুমোদিত ও গঠিত কেন্দ্রীয় যুব সংস্থা, Indian Catholic Youth Movement (ICYM), ভারতে আয়োজিত সকল যুব আন্দোলনের সমন্বয়ন করে থাকে । সেই সঙ্গে, ধর্মপল্লী, ডীনারী ও ধর্মপ্রাদেশিক স্তরে অনুরূপ যুব কাঠামো স্থাপন করতে যুব সেবাদায়ীত্ব-কে পরিচালিত করে থাকে ।

১৫ থেকে ৩০ বছরের অবিবাহিত যুবক-যুবতীদের জন্য গড়া এই আন্দোলন কাথলিক মূল্যবোধ ও নীতির ওপর ভিত্তি করে গড়া হয়েছে । মন্ডলীর প্রেরণকার্য সমপন্নে এবং দেশের সংহতি রক্ষায়, আমাদের যুব সম্প্রদায়কে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করা-ই এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ।

ভাগ ১ : খ্রীষ্টমন্ডলীর শিক্ষা

আধুনিক সমাজে যুবক-যুবতীরা খুব-ই গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব খাটাতে পারে। তাদের জীবনের পরিস্থিতি, তাদের সব অভ্যাস ও ব্যবহার, তাদের চিন্তাভাবনা, পরিবারের সকলের সাথে তাদের সম্পর্ক - এ সবেতেই এক আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। ... তাদের সাথে প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ রেখে, নিজেদের মাঝে নিজেদের প্রৈরিকতার অনুশীলনে তাদের সামাজিক পরিবেশ বিবেচনা করে, তরুণদের উচিত তাদের নিজেদের জন্যই প্রথমে প্রেরিত হওয়া। [Vatican Council II, Decree on the Apostolate of Lay People, Article 12].

১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর মাসে, ভাটিকান মহাসভা সমাপনের সময়, পোপ ৬ষ্ট পল যুবক-যুবতীদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন :

" ... বিশ্বের যুবক-যুবতী ভাই-বোনেরা, তোমাদের উদ্দেশ্যেও মহাসভা তার বাণী রাখতে চায়। কেননা তোমরাই তোমাদের বয়োজ্যেষ্ঠদের হাত থেকে মশাল গ্রহণ করবে এবং পৃথিবীর সবচেয়ে ব্যাপক পরিবর্তনের এমন এক যুগে বাস করবে যা পূর্বে কোন সময়ই বাস্তব রূপ লাভ করেনি। তোমাদের পিতামাতা ও তোমাদের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের শিক্ষার সবচেয়ে ভাল উদাহরণ গ্রহণ করে তোমরাই আগামী দিনের সমাজ গড়বে। তোমরা হয় তোমাদের নিজেদের বাঁচাবে, আর না হয় সমাজের সাথে ধ্বংস হয়ে যাবে।

.. মন্ডলী ভালবাসা ও আস্থা নিয়ে তোমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। সুদীর্ঘ অতীতের চিরজীবন্ত সমৃদ্ধি নিয়ে, এবং ইতিহাস ও জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য ও অবিলম্বে মানবীয় পূর্ণতা অর্জনের দিকে অগ্রসর হয়ে, মন্ডলী বিশ্বের প্রকৃত যুবকের পরিচয় দিচ্ছে। যা কিছু যৌবনের শক্তি ও সৌন্দর্য গড়ে তোলে, মন্ডলীর তা আছে। অন্য কথায়, যা শুরু হচ্ছে তা নিয়ে আনন্দ করার, অকপটভাবে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার, নিজেকে নবায়ন করার ও নতুন জয়যাত্রায় পুনরায় এগিয়ে যাবার ক্ষমতা তার রয়েছে।

১৯৯৮ সালে পোপ ২য় জন পল তরুণদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন : " তোমরা-ই জগতের ভবিষ্যৎ, তোমরা-ই মন্ডলীর এবং আমার আশা ও ভরসা। "

১৯৮৫ সালে, আন্তর্জাতীক যুব বর্ষ উপলক্ষে, পূণ্য পিতা তাঁর প্রৈরিতিক পত্র 'Dilecti Amici'-তে যুবক -যুবতীদের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন :

"তোমাদের মধ্যেই রয়েছে আমাদের আশা, কারণ তোমরা-ই ভবিষ্যৎ, ঠিক যেমন ভবিষ্যৎ রয়েছে তোমাদেরই মধ্যে। কারণ আশা সর্বদা-ই ভবিষ্যতের সাথে যুক্ত, যার মধ্যে থাকে ভবিষ্যতের শুভ ফলের প্রত্যাশা। খ্রীষ্টিয় সদগুণ হিসেবে, এটি সেই সব চিরন্তন শুভ জিনিষের সাথেই যুক্ত যা ভগবান মানুষকে অঙ্গীকার করেছিললেন যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে। একই সাথে, খ্রীষ্টিয় ও মানবিক

সদগুণ হিসেবে এই আশা হচ্ছে সেই সব শুভ জিনিষের প্রত্যাশা যা মানুষ গড়ে তুলবে ঐশ্বরীয় বিধানে পাওয়া তার সহজাত দক্ষতা দিয়ে ।

এই অর্থে, ভবিষ্যৎ তোমাদের মত যুবক-যুবতীদের-ই অধিকার-ভুক্ত , ঠিক যেমন তা একদিন ছিল সেই প্রজন্মের, যারা আজ প্রাপ্ত-বয়স্ক এবং যা তাদের সাথে সাথে-ই নির্ভুলভাবে পরিণত হয়েছে বর্তমান বাস্তব অস্তিত্বে । আজকের এই বাস্তব পরিস্থিতির রূপ ও আকারের সম্পূর্ণ দায়ীত্ব তাই প্রাথমিকভাবে বর্তায় প্রাপ্ত-বয়স্কদের ওপর । ঠিক তেমনি, আগামী দিনের বাস্তবতা, যা এখন ভবিষ্যতে অবস্থিত, তার রূপ ও আকারের দায়ীত্ব থাকবে তোমাদের ওপর ।"

সুখ-স্মৃতির পূণ্য পিতা, পোপ ২য় জন পল, তাঁর ৬ই আগষ্ট ১৯৯৩-এ লেখা ধর্মপত্র, 'Veritatis Splendor'-এ আরো লিখেছিলেন :

"সৎ বলতে একজনই আছেন ।" যীশু এই গুরুত্বপূর্ণ সত্যটি পরিষ্কার করে ব্যক্ত করে, প্রশ্নকর্তা যুবককে বলেছিলেন, "জীবন রাজ্যে যদি প্রবেশ করতে চাও, তা হলে তুমি ঐশ আজ্ঞাগুলি পালন ক'রে চল ।" [মথি ১৯:১৭]. এইভাবে অনন্ত জীবন ও ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলির প্রতি বাধ্যতা-র মধ্যে এক সুনিবিড় যোগাযোগ স্থাপন করা হয়েছে । নব মোশী-রূপী স্বয়ং যীশু খ্রীষ্টের মুখ থেকেই মোশীকে দেওয়া ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা আরো একবার আমরা শুনতে পাই । যীশু নিজেই সেই আজ্ঞাগুলি যথার্থই সুনিশ্চিত করেছেন এবং মানব পরিত্রাণের পথ ও উপায় হিসেবে সেগুলিকে উত্থাপন করেছেন ।

মোশীকে দেওয়া ঈশ্বরের এই আজ্ঞাগুলির সাথে সংযুক্ত রয়েছে একটি প্রতিশ্রুতি । পুরাতন সন্ধিতে সেই প্রতিশ্রুতি ছিল একটি নতুন দেশ পাওয়ার যেখানে ইস্রায়েল জাতি বাস করতে পারবে স্বাধীনভাবে ও ধার্মিকতার সাথে । [দ্বি.বিবরণ ৬:২০-২৫] । নতুন সন্ধিতে আবার এই প্রতিশ্রুতির লক্ষ্য হচ্ছে "স্বর্গরাজ্য" লাভ, যা যীশু খ্রীষ্ট গিরিভূমিতে দেওয়া তাঁর ধর্মোপদেশের প্রারম্ভে-ই ঘোষণা করেছিলেন । যীশুর সেই ধর্মোপদেশ নতুন নিয়মের সব চাইতে সম্পূর্ণ ও পরিপূর্ণ বক্তব্য এবং সিনাই পর্বতে মোশীকে দেওয়া ঈশ্বরের দশ আজ্ঞার সাথে যা স্পষ্টভাবে যুক্ত ।

স্বর্গরাজ্যের এই একই বাস্তবতার উল্লেখ আমরা পাই "শাশ্বত জীবন" অভিব্যক্তিতে যা আসলে ঈশ্বরের জীবনে অংশগ্রহন করার সামিল । যদিও এই জীবন তার পূর্ণতা পায় শুধুমাত্র মৃত্যুর পর কিন্তু তথাপি বিশ্বাসে তা রয়েছে সত্যের আলো রূপে, জীবনের মানে হিসেবে এবং যীশু খ্রীষ্টের পূর্ণ শিষ্যত্বের প্রারম্ভিক ভাগ হিসেবে । বস্তুত, যীশু সেই ধনী যুবকের সাথে কথা বলার পর তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন : "...যে কেউ আমার জন্যে বাড়ি-ঘর, ভাই-বোন, পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে বা

জমি-জামা ছেড়ে এসেছে, সে তার শতগুণই পাবে; আর একদিন সে লাভ করবে শাশ্বত জীবন ।"
[মথি ১৯:২৯]

২০০০ বছর পূর্তি উৎসব উপলক্ষে বিশপ, পুরোহিত ও সাধারণ ভক্তজনদের প্রতি লেখা তাঁর প্রেরিত পত্র, "Tertio Millennio Adveniente"-তে পুণ্য পিতা, পোপ ২য় জন পল এই বক্তব্যে পুনারাবৃত্তি করে লিখেছেন : "বিশ্ব জগত ও মন্ডলীর ভবিষ্যত রয়েছে তরুণ প্রজন্মের হাতে । যারা এই শতাব্দে জন্ম নিয়েছেন অথচ পরিপক্কতা অর্জন করবে পরের শতাব্দীতে, অর্থাৎ নতুন সহস্রাব্দের প্রথম শতাব্দীতে। খ্রীষ্ট এই তরুণ প্রজন্মের কাছ থেকে অনেক মহান কাজ আশা করেন, যেমন তিনি আশা করেছিলেন সেই যুবকটির কাছ থেকে যে তাঁকে প্রশ্ন করেছিল : "...শাশ্বত জীবন লাভ করতে হ"লে আমাকে কোন সৎ কাজ করতে হবে ?" এই প্রশ্নের জ বাবে যীশুর দেওয়া সেই অসাধারণ উত্তরটির উল্লেখ আমি করেছি আমার প্রৈরিতিক পত্র "Veritatis Splendor"-এ, এমনকি তারও আগে ১৯৮৫-তে লেখা আমার প্রেরিত পত্র, "Apostolic Letter to the Youth of the World"-এ । পৃথিবীর সকল অঞ্চলের যুবক-যুবতীরা সব অবস্থাতেই যীশু খ্রীষ্টের কাছে প্রশ্ন রাখতে পিছপা হয় না । তারা সারাক্ষনই খ্রীষ্টের সন্ধান করতে থাকে এবং তাঁর সাক্ষাত-প্রার্থী হয়ে তাঁকে আরো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে । তারা যদি যীশুর দেখানো পথ অনুসরণ করতে সক্ষম হয়, তা হ"লে তারা পরের শতাব্দীতে এবং আগামী শতাব্দীগুলিতে তাঁর উপস্থিতি বজায় রাখতে তাদের নিজস্ব অবদান রাখার আনন্দ উপভোগ করবে সময়ের শেষ দিন পর্যন্ত, যে দিন "যীশু খ্রীষ্টকে একই রূপে পাওয়া যাবে অতীতে, বর্তমানে এবং চিরকাল ।"

বর্তমান কালে পালিত বিশ্ব যুব দিবস-গুলি পৃথিবীর সকল তরুণদের এক করার এক সুস্পষ্ট ঈঙ্গিত । এই যুব দিবসগুলির সর্বপ্রথম দিবসটি পোপ ২য় জন পল ঘোষণা করেছিলেন ১৯৮৬ সালে, আন্তর্জাতিক যুব বর্ষের ঠিক পরে ।

২০১১ সালের জুলাই মাসে, স্পেন দেশের মাদ্রিদ শহরে বিশ্ব যুব দিবস উপলক্ষে যুব সম্প্রদায়কে সম্ভাষণ করতে গিয়ে পোপ ১৬তম বেনেডিক্ট দ্বিতীয় ভাটিকান-এর শিক্ষার পুনারাবৃত্তি করে বলেন : "মন্ডলী যেন তার প্রতিষ্ঠাতা মহান, জীবন্ত ও চির যুবক খ্রীষ্টের পরিকল্পনায় সাড়া দিতে পারে তাই নিজের ভাবমূর্তিকে পুনর্নব করে তোলার জন্য গত চার বছর যাবৎ পরিশ্রম করে আসছে । জীবন পুনর্মূল্যায়ন আরোপের এই ক্ষণে সে এখন তোমাদের দিকে মনোযোগ দিচ্ছে । যুবক-যুবতী ভাইবোনেরা, তোমাদের জন্য, বিশেষভাবে তোমাদেরই জন্য মন্ডলী তার মহাসভার মধ্য দিয়ে এখন তোমাদের আলো জ্বালাতে এগিয়ে এসেছে, যে আলো ভবিষ্যতকে, তোমাদের ভবিষ্যতকে আলোকিত করে তুলবে । মন্ডলী খুবই চিন্তিত যেন তোমরা যে সমাজ গড়তে যাচ্ছ তা প্রত্যেক ব্যক্তির মর্যাদা, স্বাধীনতা ও অধিকারকে শ্রদ্ধা করে চলে । এই ব্যক্তি হল তোমরা নিজেরাই ।

মন্ডলী ভালবাসা ও আস্থা নিয়ে তোমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। । সুদীর্ঘ অতীতের চিরজীবন্ত সমৃদ্ধি নিয়ে, এবং ইতিহাস ও জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য ও অবিলম্বে মানবীয় পূর্ণতা অর্জনের দিকে অগ্রসর হয়ে, মন্ডলী বিশ্বের প্রকৃত যুবকের পরিচয় দিচ্ছে।“

FABC - FEDERATION OF ASIAN BISHOPS' CONFERENCE (এশীয় বিশপদের সম্মেলন-এর যৌথ সংঘ)

১৯৯০ সালে তাদের বান্দুং বিবৃতিতে, "নব রূপে মন্ডলী" হবার পরীক্ষার কথা উত্থাপন করতে গিয়ে, এটা স্বীকার করে যে মন্ডলীতে যুব সম্প্রদায়ের সঠিক স্থান নির্ণয়নের বিষয়ে বিশেষ জোর দেওয়া উচিত। এবং যে সব বিষয়গুলির ওপর জোর দেওয়া উচিত তা হল:

- এশীয় মহাদেশের সর্বত্র যারা যুব সেবাদায়ীত্বের কাজে যুক্ত তাদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ আরো দৃঢ় করা;
- TAB-র পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে তরুণদের সম্পর্কিত সকল প্রস্তাবগুলি কাযর্কর করা;
- যুব সমপ্রাদায়ের কন্ঠস্বর শুনতে দেওয়া এবং তাদের সার্বিক অংশগ্রহণের জন্য আরো মাধ্যম সৃষ্টি করা।

৫ম এশীয় যুব দিবস ২০০৯

২০০৯ সালে FABC-OLF-YOUTH DESK এই ৫ম এশীয় যুব দিবস-এর আয়োজন করেছিল ফিলিপিন্স্-এ। "ঈশ্বরের বাণী"- র ওপর আয়োজিত মহাসভা ও FABC-র পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের আলোচ্য বিয়য়ে "খ্রীষ্টযাগ যাপন করা" - এই দু'টি বিয়য় দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, এই ৮ দিনের সম্মেলন:

- এশীয় যুব সমাজের মধ্যে ঐশবাণী ও খ্রীষ্টযাগের প্রতি ভালবাসা ও বিশ্বাস নবায়িত করতে সাহায্য করে;
- যুবক-যুবতীদের নিজস্ব সংস্কৃতি, প্রাসঙ্গিকতা ও সম্প্রাদায় অনুযায়ী ঐশবাণী ও খ্রীষ্টযাগ পালন করা;
- এশীয় মহাদেশের প্রেক্ষাপটে ঐশবাণী ও খ্রীষ্টযাগ যাপন করতে, এশীয় যুবক-যুবতীদের পরিবর্তনের প্রতিনিধি হিসেবে সক্ষম করে তোলা।

এশীয় যুব ধর্মীয় নেতৃত্বের শীর্ষ সম্মেলন

এর সর্বপ্রথম সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয় ২০০৫ সালে ইন্দোনেশীয়া-তে, যার মূল আলোচ্য বিষয় ছিল "শান্তির জন্য ধর্মীয় যুব সম্প্রদায় - হিংসা মোকাবিলা করা ও উন্নত নিরাপত্তার সম্মুখীন হওয়া "।

এই তিন-দিন ব্যাপি সম্মেলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল :

- ধর্মীয় যব নেতাদের মধ্যে অতুলনীয় আধ্যাত্মিক্, নৈতিক ও সামাজিক গুণগুলি চিহ্নিত করে সে গুলির সাহায্যে হিংসা নিবারণ করা এবং সেই সঙ্গে পরস্পরের সাথে উন্নত নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিষ য়ে তথ্য ও জ্ঞান বিনিময় করা।

- এশীয় পরিপেক্ষিত অনুযায়ী একটি যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করা যা ২০০৫ সালের বিশ্ব যুব সম্মেলনে উপস্থাপিত করা হয়।

- এশীয় মহাদেশের শান্তি ও উন্নয়ণের কাজে যৌথ প্রয়াসের জন্য সকল ধর্মীয় যুব নেতাদের জন্য একটি বহু-ধর্মীয় উপায় বা মাধ্যম সৃষ্টি করা।

CBCI

১৯৮৫ সালের আন্তর্জাতী যুব বর্ষ ছিল সেই অনুঘটক যা ভারতে বিভিন্ন ধর্মপল্লী এবং জাতীয় স্তরে সমগ্র যুব সম্প্রদায়কে একত্রিত করার সচেতনতা বাড়িয়ে তোলার শক্তি জোগায়। এই যুব বর্ষ পালন করার জন্য ১৯৮৪ সালের জুন মাসে একটি প্রস্তুতি সভার আয়োজন করা হয় যেখানে ভারতে যুব সম্প্রদায়ের জন্য সকল কাজের জন্য একটি রূপরেখা তৈরী করা হয়।

এই প্রস্তুতি সভা থেকে উৎপন্ন গতি-শক্তি থেকে এবং ভক্তজনসাধারণ ও ন্যায়-শান্তি-উন্নয়ন পরিষদ দ্বারা নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে ১৯৮৫ সালে প্রাদেশিক্, আঞ্চলিক ও জাতীয় স্তরে যুব সমজের জন্য বেশ অনেকগুলি কার্যক্রম গৃহীত হয়। ১৯৮৫ সালের সব চাইতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল, CBCI-এর সহযোগিতায়, TAIZE BROTHERS দ্বারা মাদ্রাসে এক আন্তর্জাতীক সভার আয়োজন। খ্রীষ্ট মন্ডলীর ইতিহাসে এটাই ছিল সর্বপ্রথম এক সমাবেশ যেখানে এত বিপুল সংখ্যায় যুবক-যুবতীরা যোগদান করেছিল। এই সভার স্বাভাবিক পরিণাম ছিল যুব কার্যক্রমের নবায়ন ও সুবৃদ্ধি। এই সময়ই উপলব্ধি হয় যে যুব-সম্পর্কিত সকল কার্যক্রমের সমন্বয়নের জন্য, প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক স্তরে, একটি কেন্দ্রীয় সংস্থার প্রয়োজন। তাই CBCI-এর কাছে একটি যুব পরিষদ গঠন করার জন্য আবেদন জানানো হয়। সেই

আবেদনে সাড়া দিয়ে CBCI, ১৯৮৬ সালে গোয়া-য় আয়োজিত তাদের সাধারণ বার্ষিক সভায়, যুব পরিষদের স্থাপনা করে এবং তার ওপর ন্যস্ত করে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির কর্মভার :

১) বিশ্বাস গঠন
২) যুব-বান্ধব মন্ডলী গড়ে তোলা
৩) শিক্ষা
৪) যুব থেকে যুব সেবাদায়ীত্ব
৫) যুব ও পরিবার
৬) যুব সম্প্রদায়ের সামগ্রিক স্বাস্থ্য সুনিশ্চিত করা
৭) পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতনতা ও কার্যক্রম
৮) অনাগ্রহী তরুণদের কাছে টানা
৯) লিঙ্গ-সুবেদিতা ও ন্যায়-বিচার
১০) সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, শান্তি ও জাতীয় ঐক্য
১১) কর্মসংস্থান ও ব্যবসা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ্
১২) যুব সেবাদায়ীত্বের মধ্য দিয়ে ন্যায়, সাম্যতা ও মানবাধিকার্-এর ওপর ভিত্তি করা এক সমাজ ব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হওয়া।

ভাগ ২ : আলো ছায়া পরিস্থিতি

২.১ আলো পরিস্থিতি

- Young Christian Students (YCS), Jesus Youth, Charismatic Youth, All India Catholic University Federation (AICUF), Christian Life Community (CLC), Youth United for Christ (YU4C) এবং Theology of Body (TOB) -র মত যুব-কেন্দ্রিক সংস্থাগুলি স্কুল, কলেজ ও কর্মরত যুবক-যুবতীদের বিভিন্ন কর্মসূচীর সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত রয়েছে । কলকাতা, হাওড়া-হুগলি, ২৪ পরগনা ও মেদিনীপুর্-এর চারটি ডীনারী-তে ২০০৮ সাল থেকে যুব সম্প্রদায়কে ক্ষমতায়িত ও যুব নেতৃত্বকে উৎসাহিত করা হয় ।

- যুবক-যুবতীদের চাকরির জন্য কর্মসংস্থান কেন্দ্রের স্থাপনা ।

- সঠিক পেশা ও জীবিকা অর্জনের পথ বেছে নেওয়ার জন্য নিয়মিত পেশা-সংক্রান্ত পরামর্শ দেওয়া হয় ।

- ধর্মপল্লীগুলিতে যুব গোষ্ঠি গঠন এবং যুব প্রশিক্ষক ও উদ্বোধকদের নির্দেশ মত ডীনারী ও ধর্মপ্রাদেশিক কার্য-নির্বাহী সমিতির স্থাপনা।

- CCCRS আন্দোলন গত ১৯৯৯ সাল থেকে চালু রয়েছে। প্রতি বুধবারে তাদের প্রার্থণা ও উপাসনা এবং প্রতি শনিবারে আরাধনা আধ্যাত্মিক নবায়নের এক অর্থপূর্ণ উপায়। CCCRS দ্বারা প্রতি দু'বছর অন্তর আয়োজিত বাইবেল কনভেনশনে বহু যুবক-যুবতী অংশগ্রহণ করে থাকে।

- ধর্মপল্লী স্তরে থেকে ১২ ক্লাস-এর সকল ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ধর্মশিক্ষার ক্লাস বিশ্বাস গঠনে বেশ সাহায্য করেছে। কিছু কিছু ধর্মপল্লীতে উচ্চ ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীদেরও প্রতি রবিবারের ধর্মশিক্ষার ক্লাসে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করা হয়।

- YCS দ্বারা আয়োজিত বার্ষিক যুব উৎসব, CLC-র বিশ্ব CLC দিবস, AICUF দিবস ও ICYM দ্বারা আয়োজিত ডীনারী যুব দিবস - এ সবই যুব সমাজের মধ্যে সাহচর্য, বিশ্বাস গঠন ও যুবক-যবতীদের প্রতিভা বিকাশে সাহায্য করে, বিশেষ করে সঙ্গীত, নৃত্য ও নাট্য ক্ষেত্রে।

- ICYM দ্বারা আয়োজিত বাৎসরিক ফুটবল ও বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা ছেলে-মেয়েদের একত্রিত করে তাদের মধ্যে খেলোয়াড়ি মনোভাব গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

- বহু কাথলিক যুবক-যুবতীদের তাদের প্রথানুগ শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে আর্থিক ও কাঠামোগত সাহায্য দেওয়া হয়।

২.২ ছায়া পরিস্থিতি

- অনেক ক্ষেত্রে যুব সম্প্রদায় দিক-হারা বা মনযোগ-হারা হয়ে পড়ে। তারা খ্রীষ্ট বা মন্ডলী-কেন্দ্রিক না হয়ে বরং প্রচার মাধ্যম, ইন্টারনেট ও সম-বয়সীদের কার্যকলাপে বেশী আগ্রহী থাকে অথবা পড়াশুনা ও কাজের চাপে ভারাক্লান্ত হয়ে পড়ে।

- আভন্তরীন প্রণোদনা ও আধ্যাত্মিক পুষ্টির অভাব।

- যুব সম্প্রদায়ের বৃহৎ অংশেরে মন্ডলী ও তাঁর কার্যক্রমে বিশেষ আগ্রহ নেই।

- অনেক সময় যুবক-যুবতীদের আধ্যাত্মিকতা এক গভীরতা-শূণ্য বাহ্যিক প্রকাশ হয়ে থাকে।
- মঙ্গলসমাচারের মূল্যবোধের ওপর ভিত্তির অভাব।
- গঠনমূলক কৌশল-এর বদলে কর্ম-সম্পাদনের ওপর বেশী জোর।
- মনোরঞ্জন ও আমোদ-প্রমোদে বেশী ধ্যান।
- যুব গঠন ও কর্মসূচীর আয়োজনে দক্ষ প্রশিক্ষকের অভাব।
- শহরে যুব কেন্দ্র-এর অভাব যেখানে যুবক-যুবতীরা সাহচর্য ও সেবার জন্য জড়ো হতে পারে।
- বিভিন্ন যুব গোষ্টি ও দলের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব।
- অর্থের অভাব।
- ধর্মপল্লীগুলিতে যুব সেবাদায়ীত্বে বিশেষ গুরুত্ব না দেওয়া।
- মন্ডলী তার কার্যকলাপে ততটা যুব-বান্ধব নয়।
- বয়স্কদের মধ্যে যুব সম্প্রদায় সম্বন্ধে নেতিবাচক মনোভাব।

ভাগ ৩ : লক্ষ্য নির্ধারণ

- মহাধর্মপ্রদেশের সকল যুব আন্দোলন ও কর্মসূচীকে ব্যক্তি যীশু ও তাঁর বাণীর অভিমুখ করে, ক্ষমতায়নের মধ্যে দিয়ে, সকল মানুষের উন্নতি সাধন করা।
- বাংলার সামাজিক-ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক- রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে যুব সম্প্রদায়কে পরিবর্তনের কার্যকরী প্রতিনিধি করে তোলা।
- জাতীয় ঐক্য ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য সকল যুব সম্প্রদায়ে সহযোগিতা আদায় করা।

- কাথলিক বিশ্বাস, জীবন ও ঐশ-আহবান সম্বন্ধে ধারণা-শক্তি তৈরী করা এবং খ্রীষ্টমন্ডলীর প্রেরণকার্য ও দায়ীত্বের প্রতি যুব সম্প্রদায়কে দায়বদ্ধ করা।

- যুব সেবাদায়ীত্বের প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা তৈরী করা ।

ভাগ ৪ : কর্মক্রিয়া পরিকল্পনা

যুবক-যুবতীদের জন্য পরিকল্পনা চারটি বিষয়ের ওপর নিবদ্ধ। সেগুলি হল :

১) বিশ্বাস গঠন
২) সাহচর্য
৩) সেবা
৪) পরিকাঠামো ও কর্মচারী

১) বিশ্বাস গঠন

যুব সম্প্রদায়ের জন্য এই পরিকল্পনাটি চারটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে তৈরী । সেগুলি হল :

১) বিশ্বাস গঠন
২) সাহচর্য
৩) সেবা
৪) সংগঠন ও কর্মীবৃন্দ

<u>১) বিশ্বাস গঠন</u>

- প্রতিটি ধর্মপল্লী, ডীনারী ও প্রাদেশিক স্তরে সক্রিয় কার্য-নির্বাহী সমিতি স্থাপন করা। এ ব্যাপারে আর্চবিশপ, ভিকার-জেনারল, চারজন ডীন, আঞ্চলিক সমন্বয়কারী, পালপুরোহিত ও যুব নেতৃত্বের পূর্ণ সমর্থন দরকার।

- উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজে শিক্ষারত সকল ছাত্র-ছাত্রীর বিশ্বাস গঠনে সব স্কুল-কলেজে YCS, CLC, AICUF, JY ও TOB–র মত যুব সংস্থাগুলির একটি করে কেন্দ্র স্থাপন করা।

- বিশ্বাস গঠনের প্রয়োজনে, উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজে শিক্ষারত সকল ছাত্র-ছাত্রীদেরও রবিবার-এর ধর্মশিক্ষার ক্লাসে যোগঅদান বাধ্যতামূলক করা।

- সকল যুবক-যুবতীদের -এর বুধবারের বন্দনা ওর উপাসনা সভায় এবং শনিবারের আরাধনা অনুষ্ঠানে, এমন কি, বাইবেল ক্লাসেও নিয়মিত যোগদান করতে উৎসাহিত করা।

- ডীনারী স্তরে বছরে দু"বার যুব সম্প্রদায়ের জন্য খ্রীষ্টযাগ উৎসর্গ করা। মহাধর্মপাল ও যুব সেবাদায়ীত্বে যুক্ত পুরোহিতদের এই খ্রীষ্টযাগ উৎসর্গ করতে উৎসাহিত করা।

- একই ভাবে ধর্মপল্লী স্তরেও এই রূপ খ্রীষ্টযাগ মাসে একবার করে আয়োজন করা।

- বিভিন্ন ভাষা-ভাষি ও বয়স অনুপাতে সকল যুবক-যুবতীদের জন্য বছরে একবার নির্জন ও ধ্যান-প্রার্থণার আয়োজন করা।

- যুব সম্প্রদায়ের কাছে মন্ডলীকে আরও অর্থপূর্ণ করে তোলা । ভাব-বিনিময়ের মাধ্যমে গভীর সাহচর্য গড়ে খ্রীষ্টের জ্যোতির বিকিএরণ ঘটানো।

- একই ভাবে এটা বোঝানো যে খ্রীষ্ট-যজ্ঞার্ষ্ঠানই আসল ও দীর্ঘস্থায়ী সাহচর্যের মূল ভিত্তি ।

- সকল পবিত্র সংস্কারগুলি পালন করতে শেখানো, বিশেষ করে পুনর্মিলন সংস্কার, যার মাধ্যমে ভেঙ্গে পড়া সম্পর্ক নতুন ভাবে গড়ে তোলা সম্ভব।

- বিশ্বাস গঠনে ও যুব সম্প্রদায়ের সার্বিক উন্নয়নের জন্য মান্ডলিক স্তরে - প্যারিশ, ডীনারী ও প্রাদেশিক - বিভিন্ন সময়ে Symposia, সেমিনার ও সম্মেলনের আয়োজন করা

<u>সাহচর্য</u>

- ডীনারী বা ধর্মপ্রাদেশিক স্তরে, কোন নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে, প্রতি বছর যুব উৎসব আয়োজন করা এবং তাতে যুবক-যুবতীদের যোগদান করতে উৎসাহ দেওয়া যাতে তারা পরস্পরকে চিনতে ও জানতে পারে।

- সকল যুবক-যুবতীদের একত্রিত করার জন্য বিভিন্ন প্রতিভা-সন্ধান প্রতিযোগিতা, ক্যারল প্রতিযোগিতা, ফুটবল ও বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা, ইত্যাদির আয়োজন করা।

- ব্যান্ডেল, কৃষ্ণনগর, ভেলাঙ্কিনী ও গোয়া-য় যুবক-যুবতীদের জন্য তীর্থযাত্রার আয়োজন করা।
- ঐশ আহবান রবিবার পালন।
- পেশা-বৃত্তির জন্য পরামর্শ।
- ডীনারী-র যুব প্রতিনিধিদের সভা নিয়মিত আয়োজন করা।
- Sacred Heart গীর্জায় যুব খ্রীষ্টযাগ-এর আয়োজন করা।
- ডীনারী যুব দিবস পালন।
- ডীনারী কার্য-নির্বাহী সভার আয়োজন।
- ICYM-এর ক্রীড়া দিবসে অংশগ্রহণ।
- যুব নেতৃত্বের প্রশিক্ষণ।
- ক্যারল=সন্ধ্যার আয়োজন করা।

সেবা

- যুবক-যুবতীদের তাদের স্থানীয় ধর্মপল্লীর সম্প্রদায়কে সেবা-দান করতে উৎসাহিত করা। বিশেষ করে বছরে অন্তত দু"বার - যেমন, বড়দিন ও ইস্টারে - অসুস্থ, দুস্থ, বিধবা, অনাথ ও মৃতপ্রায় ব্যাক্তিদের সাথে সাক্ষাত করা।
- নিজেদের পরিবারে বয়স্ক, শিশু ও অসুস্থ সদস্যদের সেবা-যত্ন নিতে যুব সম্প্রদায়কে উৎসাহিত করা।
- ধর্মপল্লীর পুরোহিত ও গীর্জায় সকল প্রকার কাজে হাত বাড়ানো। যেমন, লোক-গননা, গীর্জা-ঘর পরিষ্কার করা ও সাজানো।

- কোন পার্বণ বা রবিবারের মিসা- র আগে সেবক বা গানে দলে স্বেচ্ছায় যোগদান করা।

- সামাজিক পরিবর্তনের হাতিয়ার হয়ে দেশ, সমাজ ও স্থানীয় সমাজকে সেবা করা।

- গ্রাম্য, উপজাতীয়, পরিযায়ী ও গরীব-অভাবী যুবক-যুবতীদের স্বার্থে উদারভাবে সেবাদান করা।

- প্যারিশ, ডীনারী ও ধর্মপ্রদেশে যুব সম্প্রদায়কে সমাজ-পরিবর্তনের কার্যকরী প্রতিনিধি করে গড়ে তোলা।

- পরিযায়ী যুবক-যুবতীদের শনাক্ত করা।

পরিকাঠামো ও কর্মীবৃন্দ

- যদিও যুব দফতর ও ধর্মপ্রাদেশিক যুব অধিকর্তা, প্রশিক্ষক ও প্রাদেশিক কার্য-নির্বাহী সমিতির মত বেশ কিছু পরিকাঠামো ও কর্তাব্যক্তি বর্তমানে রয়েছে, তবে এই মূহুর্তে আমাদের ধর্মপ্রদেশে বিশেষভাবে প্রয়োজন একটি যুব কেন্দ্র, সর্বসময়ের জন্য মহিলা যুব প্রশিক্ষক ও যুব দফতরের জন্য কয়েকজন কর্মচারী।

- যুব সেবাদায়ীত্বের সাথে যুক্ত সকল উদ্বোধক ও শিক্ষকদের জন্য ইংরেজী, বাংলা, হিন্দি ও সাওঁতালী, এই চারটি ভাষার জন্য প্রশিক্ষণ।

- বিভিন্ন জন-মাধ্যমের সাহায্যে যুবক-যুবতীদের খ্রীষ্ট, মন্ডলী ও সমাজের নিকট আকর্ষণ করা এবং সেই সঙ্গে তাদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

- তরুণদের জন্য আরো অনেক পেশাগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং IAS, IPS, WBCS-এর মত প্রতিযোগিতা-মূলক পরিক্ষার জন্য তৈরী হতে সাহায্য করা।

- সরকারী, বেসরকারী ও স্বয়ং-সেবী সংস্থাগুলির কর্ণধার ও অন্যান্য শীর্ষ কর্তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ ও সম্পর্ক প্রতিপালন করা যেন তারা আমাদের যুবক-যুবতীদের অনুপ্রাণিত ও সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে।

- যুব সম্প্রদায়কে মন্ডলীতে ফিরিয়ে আসতে উৎসাহিত করা এবং ক্ষুদ্র খ্রীষ্টিয় সম্প্রদায় ও BCC-র মত সংস্থায় সপরিবারে যোগ দিতে অনুপ্রাণিত করা।

- ধর্মপল্লী, ডীনারী ও ধর্মপ্রদেশে ধর্ম-নিরেপেক্ষ সকল যুব সংস্থা ও আন্দোলনের সাথে সহযোগিতা করে এক সঙ্গে কাজ করা, যার মাধ্যমে যুব পরিষদের লক্ষ্য পৌছানো যায়।

ভাগ ৫ : আলোচনার জন্য প্রশ্নমালা

- এক যুব-বান্ধব মন্ডলী গড়ে তুলতে সহায়ক এমন ৫ টি উপায় ব্যক্ত করুণ।

- যুবদের সার্বিক স্বাস্থ্য বলতে আপনি কি বোঝেন ? তাদের সার্বিক সুস্বাস্থ্যের ব্যাপারে আমরা যুবক-যুবতীদের কি ভাবে সচেতন করতে পারি, বিশেষ করে, মাদকাসক্তি, অসংযম যৌন ব্যবহার, ইত্যাদী ক্ষতিকারক কাজকর্ম থেকে তাদের কি ভাবে রক্ষা করতে পারি।

- যুবক-যুবতীদের সম্পূরক বিকাশের জন্য যোগাযোগ ও জনমাধ্যমগুলির শক্তিকে কি ভাবে ব্যবহার করা যায়, তার ৫ টি উদাহরণ দিন।

- AICUF, CLC, YCS ইত্যাদী বিভিন্ন যুব সংস্থার মধ্যে সমন্বয় কি ভাবে আরো উন্নত করা যায়, তার ৫ টি উপায় ব্যক্ত করুণ।

- মন্ডলী ও সমাজ যুব সম্প্রদায়কে কি উপায়ে এবং কি ভাবে সমাজ পরিবর্তনের কার্যকরী প্রতিনিধি করে তোলা যায় ?

উপসংহার

খ্রীষ্ট মন্ডলী সর্বদাই যুবক-যুবতীদের প্রয়োজনের বিষয়ে আওয়াজ তুলেছে। স্বর্গরাজ্যের যাত্রায়, দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা মন্ডলীর যুব সেবাদায়ীত্বে এক নতুন গতি-শক্তি প্রদান করে। যুব সেবাদায়ীত্বেকে তাই সমগ্র মন্ডলীর প্রেরণকার্যে এক ত্রিফলা হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। যেমন –

- পরিত্রাণের সুসমাচার প্রচার করতে;
- পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসার সম্প্রদায়ে রুপান্তরিত এক গোষ্টি হিসেবে নিজেদের প্রদর্শণ করা;
- ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিসরে সেবার মধ্য দিয়ে অন্যদের কাছে ঈশ্বরের ন্যায় ও প্রেম প্রকাশ করা।

এই লক্ষ্য মনে রেখেই মহাধর্মপ্রদেশের যুব সেবাদায়ীত্ব আমাদের সেই মঞ্চ প্রস্তুত করে দেয় যেখান থেকে আমরা যুব সম্প্রদায়ের সদাশয়তা, সামর্থ্য, কর্মশক্তি ও আবেগকে ব্যবহার করে এক উৎকৃষ্ট সমাজ গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালাতে পারি। অভিষিক্ত সেবাকর্মী ও যুব উদ্বোধকদের তাই যুব সম্প্রদায়ের সহকারী হয়ে তাদের সুপ্তশক্তি ও সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করতে হবে।

মহাধর্মপ্রদেশের পালকীয় পরিকল্পনাতেও তাই যুব সেবাদায়ীত্বের সাম্প্রতিকতম প্রয়োজন ও সমস্যার দৃষ্টিপাত করা হয়েছে। শহুরে ও গ্রাম্য যুবক-যুবতীদের জীবনধারায় ও সামাজিক ব্যবহারে বিস্তর ফারাক রয়েছে। আমাদের যুব সম্প্রদায়ও সব সময় স্বীকৃতি ও সমাদর পাবার প্রতীক্ষায় থাকে। এই স্বীকৃতি ও সমাদর না পেলে, অবধারিতভাবে সৃষ্টি হয় অকারণ ভুল বোঝাবুঝি ও উত্তেজনা, যার প্রতিকার হওয়া একান্তই জরুরী। যুব গোষ্ঠির আভন্তরীন সমস্যাগুলিকে আমাদের গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা উচিত্। যুবক-যুবতীদের তাদের মূল্যবোধ ও কথিত নীতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করা উচিত। এই সবের মধ্যেও কিন্তু এটা বোঝা উচিত যে যুব সম্প্রদায়ের কোন নীতি-পুলিস বা শাসকের চাইতে আরো বেশি করে দরকার একজন বন্ধুর ও সহচরের, যারা তাদেরকে "জগতের আলো ও পৃথিবীর লবণ" হয়ে উঠতে সদা সর্বদা সাহায্য ও আশ্বস্ত করবে।

আমাদের যুব সম্প্রদায়ের দরকার আমাদের মত বয়ষ্কদের ভালবাসা, যত্ন, উৎসাহ ও সমবেদনা। যেন তারা আমাদের অনুপ্রেরণায় ও সাহচর্যে তাদের সুপ্ত প্রতিভা ও সম্ভাবানা পূর্ণ রূপে চরিতার্থ করতে পারে।

মহাধর্মপ্রদেশের যুব সেবাদায়ীত্বকে তাই আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা ও সাহায্যের আশ্বাস দিতে চাই।

সমাপন প্রার্থণা

হে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, ছোটোদের ও সমাজের অরক্ষিতদের জন্য তোমার প্রেম-ভালবাসা অপরিসীম। তাদেরকে তুমি তোমার মঙ্গলসমাচারের মূল্যবোধের প্রতি চালিত করো। যেন তারা তোমায় পেতে সদা তৃষিত থাকে। এই জগতের সকল অনিশ্চয়তার মাঝে তারা যেন তাদের হৃদয়টিকে আসল রত্নভান্ডারে নিবিষ্ট করে।

হে ধন্যা মা মারীয়া, আমাদের তরুণ সম্প্রদায়কে তুমি সাহায্য করো। তাদের তুমি বাধ্য ও প্রেমময় হতে শেখাও, ঠিক যেমন তোমার পুত্র যীশু তোমার প্রতি সদা বাধ্য ছিলেন। আমাদের যুব সম্প্রদায়কে করে তোলো জীবন সম্বন্ধে উৎসাহী, আশায় আনন্দিত ও তাদের সকল প্রচেষ্টায় অনড ও অধ্যবসয়ী। তোমার মাতৃত্বের স্নেহ-যত্নে তোমার সন্তান্দের জন্য তোমার পুত্র, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নিকট প্রার্থণা করো, মা, যেন তারা তাদের সকল স্বপ্ন, সকল ইচ্ছা চরিতার্থ করতে সক্ষম হয়। আমেন ॥

---- ooOOOoo -----